২৭-১১-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার গতি এবং সদ্গতি করানোর মত বা রায় সবার থেকে আলাদা, এই কারণেই গাওয়া হয় তোমার গতি - মতি তুমিই জানো, তিনি স্বয়ং তাঁর নিজের মত দেন ।"

প্রশ্ন :- ব্রহ্মাকুমার, কুমারী বলার অধিকারী কারা ? তাদের স্বভাব কেমন হবে ?

উত্তর :- যারা বাবার মতোই মিষ্টি আর প্রিয়, যারা কখনোই মতভেদে আসে না, তারাই নিজেদের ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলার অধিকারী । বি.কেদের স্বভাব খুবই মিষ্টি হওয়ার প্রয়োজন । মনে কোনো ধরনের তিক্ততা বা দেহ - অভিমান যেন না থাকে ।

গীত -- ওম্ নম: শিবায়.....

ওম্ শান্তি । সমস্ত সেন্টারের বাবার নয়নের মন্দের (নূর রত্নদের) বেহদের বাবা বোঝাচ্ছেন, সেন্টারের বাচ্চারা বুঝতে পারবে আর শুনতেও পারবে যে বাবা কি বোঝাচ্ছেন । দেখো, এই দুনিয়াতে প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রতি ঘৃণা আছে । ফর্সারা কালোদের ঘৃণা করে । ভাবে এরা যেন আমাদের গ্রাম থেকে চলে যায়, এতোটাই ঘৃণা । এতো ধর্মের মানুষ আছে, সবাই একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । এ হলোই রাবণের রাজ্য এর এখন অন্তিম সময় । মানুষ জানে না কিন্তু ডাকতে থাকে, হে পতিত পাবন, দুখহর্তা, সুখকর্তা, হে মুক্তিদাতা, এসো । দুঃখ তো সকলেরই আছে । বুদ্ধিও বলে, একে তো স্বর্গ বলা যায় না । স্বর্গ তো সকলেরই স্মরণে আসে, তাহলে অবশ্যই এখন নরক । অবশ্যই নতুন দুনিয়া ছিলো, তাই সেই শান্তির পরে সুখের দুনিয়া অবশ্যই আসবে । সেখানে এই দুঃখধামের নাম - নিশানা থাকবে না । এখন তো সুখ শান্তির নাম নিশানা নেই । ৫ হাজার বছর আগে সুখধাম ছিলো । বাকি অন্যান্য আত্মারা তখন শান্তিধামে থাকতো । এও তোমরাই এখন বুঝতে পারো যখন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা এসে বোঝান । এইকথা বলাও হয় যে তোমাদের ঈশ্বর বুদ্ধি দেবে । এমনও বলা হয় না যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ভালো মত দেবে । ঈশ্বরের নামই নেওয়া হয় । তাহলে অবশ্যই কেউ আছে । এই সময় নিশ্চয় ঈশ্বরই মত দিয়েছিলেন আর নিশ্চই তা সাকারে এসেই দিয়েছেন । লেখা আছে যে শ্রীমত ভগবান উবাচ:- কেবল কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । বাস্তবে হলো নিরাকার ভগবানের মত । তাহলে অবশ্যই নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়েছিলো । ভগবান তো সারা দুনিয়া ঘুরে দেখেন না, না সারা দুনিয়া আসতে পারে । না ভগবান সবার কাছে যেতে পারে । না সবাই পরমাত্মার সামনে আসতে পারে । কতো মানুষ । কোনো বড় মানুষ এলে সকলে তাকে থোড়াই দেখতে পারে । এত সব মনুষ্য আত্মাদের বাবা এসেই গতি সদ্গতি দেন । শান্তিধাম আর সুখধাম আলাদা আলাদা । সুখধামে কোনো অশান্তি হয় না । দুঃখধামে আবার শান্তি থাকে না । এইসব কথা বাবা বুঝিয়ে বলেন যা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই । ভগবানকে বলা হয় নলেজফুল, তিনি সবকিছুই জানেন । তাঁর গতি বা সদ্গতির মত সবার থেকে আলাদা । গায়নও হয় ....প্রভু, তোমার গতি - মতি তুমিই জানো । যখন তুমি বলবে, তখনই আমরা জানবো । তাই অবশ্যই তাঁকে আসতে হবে , না হলে কিভাবে সদ্গতি করবেন ? সবার সদ্গতিদাতা সবার বাবা তিনিই । সবাই তো ভাই - ভাই, নাকি সব বাবা ? এ হলো বোঝার কথা । তবুও আসুরী মত যা শুনিয়েছে, মানুষ তাই এতোদিন মেনে নিয়েছে । সবাই এই আসুরী মতের অধীন । তোমাদের কাছে এখন কতো জ্ঞানের আলো আছে । এই যে লক্ষ্মী - নারায়ণ ...যারা এতো উঁচু সদ্গতি পেয়েছে, তাঁদের মধ্যেও এই জ্ঞান ছিলো না । বাবা

হলেন ত্রিকালদর্শী, তাঁর দ্বারাই এঁরা এই রাজ্য পেয়েছেন । বাবা এসে কাদের ত্রিকালদর্শী বানান ? অবশ্যই বাচ্চাদের বানাবেন । তাঁর আসল বাচ্চাকে আগে শেখাবেন তারপর তাঁর দ্বারা আরো অনেকে শিখবে । বাবার সন্তান হলো ব্রহ্মা । ব্রহ্মার সন্তান তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । বিষ্ণু বা শঙ্করের সন্তান বলা হয় না । গায়ন আছে যে প্রাজাপিতা ব্রহ্মা, তাহলে এই ব্রহ্মাও পিতা, শিবও পিতা । দুজনকেই বাবা মনে করা হয় । অবশ্যই তাহলে ব্রহ্মার দ্বারাই এই সৃষ্টির রচনা হবে । গায়নও আছে, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের স্থাপনা । মানুষের যখন এখন অনেক ধর্ম, তখন এক ধর্মও মানুষেরই ছিলো । এ হলো মানুষেরই কথা । পশুদের এমন কথা তো হতে পারে না । বাবা বুঝিয়েছেন ....প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো যে, পতিত – পাবন কে ? পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গাজল ? একটা সমাধান করো । তখন এই যে মেলা ইত্যাদিতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এর থেকে মুক্তি পাবে । মানুষ বলে পতিত – পাবন, তখন বুদ্ধি উপরের দিকে চলে যায় । গঙ্গাকে পতিত – পাবন বললে বুদ্ধি জলের দিকে চলে যায় । জ্ঞান অমৃত নাম শুনেছে তবুও গঙ্গাজলকে অমৃত মনে করে । তাই সবথেকে মুখ্য প্রশ্ন হলো এটাই ।

বাবা অনেক যুক্তি বলেন, কিন্তু কারোর মনে পড়লে তো । বাচ্চারা লেখে যে অনেক প্রভাবিত হয়েছি কিন্তু বুদ্ধিতে কিছুই বসে নি । কেবল এইটুকুই বলে যে ব্রহ্মাকুমারী ভালো পথের কথা বলে । ঘরে গেলেই সব ভুলে যায় তাই প্রদর্শনীতে যখন আসে তখন এক একটি কথা খুব বুঝে লেখা উচিত । কোটি কোটি লোক আসে, কারোর বুদ্ধিতে একটা কথাও বসে না । বাবার কাছে এমন খবর আসে না যে এই এই মুখ্য বিষয়ের উপর ভাষণ করেছি । এ হলো স্কুল, শিক্ষক জিজ্ঞেস করলে ছাত্রকে উত্তর দিতে হয় । তোমরা শিক্ষক হয়ে জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই উত্তর দেবে । বাচ্চারা খুব খুশী হয় । তোমরা বাচ্চারা উত্তরণের কলা আর অবতরণের কলার উপরও বুঝিয়ে বলো । কেউ মুক্তিতে যাবে কেউ বা জীবনমুক্তিতে, সকলেরই মঙ্গল হয়ে গেলো । সকলেরই উত্তরণের কলা হয়ে গেলো । তারপর তোমরা সতোপ্রধান সত্যযুগের মানুষদের নীচে তমোপ্রধান অবস্থায় অবশ্যই আসতে হবে । তাই এও দেখাতে হবে যে দ্বাপর থেকে অবতরণের কলা শুরু হয় । উত্তরণের কলা এবং অবতরণের কলারও স্লাইড আছে । কিন্তু বাচ্চারা তা বোঝায় না । প্রত্যেকটি কথা জিজ্ঞেস করতে হবে, এ হলো পড়া, তোমাদের শিক্ষক হয়ে বসতে হবে । বাকি ভাষণ করা বা স্টেজ সেক্রেটারি হওয়া এ তো সাধারণ । এখানে প্রত্যেকটি কথা জিজ্ঞেস করতে হবে । সবার সদ্গতি দাতা পতিত – পাবন বাবা এক, না সর্বব্যাপী ? যদি সর্বব্যাপী হয় তাহলে বাবা কি করে হবে ? বলো, পতিত – পাবন, জ্ঞানের সাগর গীতার ভগবান, নাকি শ্রীকৃষ্ণ ? ভগবান কাকে বলা হবে ? অবশ্যই নিরাকারকে বলা হবে । এই হিসেবেই গীতা খন্ডন হয়ে গেছে । গীতা যদি খন্ডন হয়ে যায় তাহলে সব শাস্ত্রই খন্ডন হয়ে গেছে । তোমরা সিদ্ধকরে বলো যে ...সম্পূর্ণ দুনিয়াই মিথ্যা, সকলেই পাথর বুদ্ধিসম্পন্ন । সত্যযুগে সকলেই পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হয় । সকলেই পাথরবুদ্ধির তাই তো বাবা এসে তাদের পরশ পাথরের তুল্য করেন । যারা পরশ পাথরের তুল্য বুদ্ধির ছিলো, তারাই এসে পাথর বুদ্ধির হয়, যেহেতু সৃষ্টির এখন অন্ত । মাঝের সময়ে আমরা বলতে পারি না য়ে তুচ্ছবুদ্ধির বা তমোপ্রধান । শেষের দিকে সকলেই তমোপ্রধান হয় । ক্রিস্টান ধর্ম এলে এমন বলবে না যে এরা কেবল তমোগুণী ছিলো । এমন নয় । তাদেরও সতো, রজো এবং তমোকে পার করতে হয় । এই সময় সমস্ত ঝাড় জর্জরিভূত । এর বিনাশ হতে হবে । এর উপর খুব ভালোভাবে ভাষণ করতে হবে । এমন নয় যে যা মুখে এলো তাই বলে দিলে । বড় অক্ষরে এই রহস্যের কথা লিখে দাও যাতে সবাই পড়তে পারে যে গীতার ভগবান পুনর্জন্ম রহিত, জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা নাকি শ্রীকৃষ্ণ ? ভগবানই গীতা রচনা করেছিলেন

এবং পতিতদের পবিত্র করেছিলেন । মানুষ তাঁকেই স্মরণ করে । এখন কৃষ্ণের আত্মাও পবিত্র হচ্ছে । এই কথা কেউই ধারণ করে না । পাঁচ বিকারের কথা তো অনেক বলে । বিহঙ্গ মার্গের সেবা করা উচিত । নিজেদের বুদ্ধিহীন বলে মনে করে কিন্তু খেয়াল করা উচিত যে কিভাবে বুদ্ধিহীন কিভাবে হতে পারো ? এখন তো কাঁচা । প্রত্যেক মার্চেন্ট, প্রত্যেক ধর্মের লোকেদের আলাদা আলাদা নিমন্ত্রণ দিতে হবে । রামকৃষ্ণের অনুগামীদের বড় মঠ আছে । হরিজনদেরও সম্প্রদায় আছে, তাদের যিনি মুখ্য আছেন তাকেও নিমন্ত্রণ দিয়ে ডাকা উচিত । এমন কাজ করার জন্য কেউ একজন থাকবে যে এই কাজে লেগে থাকবে । নিজেদের মধ্যে মতামত নিতে হবে । বাবা শ্রীমত দেন । মুখ্য প্রমাণ করা বিষয়কে ধারণ করতে হবে । মায়েরা তোমাদের আওয়াজ খুব জোর হওয়া চাই । তোমাদের দুর্বল হওয়া উচিত নয় । কিন্তু কোনো কোনো ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যেই বনিবনা হয় না । মতভেদের কারণে তারা নিজেদের মধ্যে কথা পর্যন্ত বলে না । অনেক দেহ - অভিমান থাকে । রামরাজ্যে যাওয়ার জন্য যোগ্য তো হতেই হবে । এ হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য এখানে আসুরী স্বভাব সম্পন্ন লোকেরা থাকতে পারে না । তাদের নিজেদের বি.কে বলারও অধিকার নেই । বাবা কতো মিষ্টি আর প্রিয়, তাই বাবার সমান হতে হবে । কোনো কোনো বাচ্চা কতো তিক্ত স্বভাবের হয়ে যায় । বাবা বলেন যে, এরা হলো জংলী কাঁটা । তাই এক একটি কথা খুব ভালো করে জিজ্ঞেস করে লিখতে হবে । পতিত - পাবন পরমাত্মা নাকি গঙ্গা ? সবার সদ্গতিদাতা পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গা জল ? এমন চিত্র বানানো উচিত । প্রজেক্টরেও ধাঁধা আসে । এখন বিচার করো যে গীতার ভগবান কে ? বাবা তো নির্দেশ দিয়ে থাকেন । প্রথমে মূল কথা সিদ্ধ করো । অল্ফকে (ঈশ্বর) জানলে সবকিছুই জানতে পারবে । বীজকে জানতে পারলেই ঝাড়কে জানতে পারবে । বাচ্চারা, তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে, বলা হয় যে, বি.কে রা খুব ভালো সার্ভিস করছে, মানুষের এই লাভ নেওয়া উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে মতামত নিয়ে বিহঙ্গ মার্গের সেবা করতে হবে । কখনোই মতভেদ যেন না হয় ।

২) শিক্ষক হয়ে সকলকে অল্ফ অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিচয় দিতে হবে । উত্তোরণ এবং অবতরণের কলার রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে । জ্ঞানের রহস্য জিজ্ঞেস করে তার সত্যতাকে সিদ্ধ করতে হবে ।

বরদান :- 'আমিই মালিক' এই স্মৃতির দ্বারা পরবশ স্থিতিকে সমাপ্ত করে সদা সমর্থ হও ।

যারা সর্বদা 'আমি মালিক' এই স্মৃতিতে স্থিত থাকে - তাদের সংকল্প তাদের নিজের নির্দেশ অনুসারে চলতে থাকে । 'মন' মালিককে পরবশ করতে পারে না । ব্রাহ্মণ আত্মা কখনোই নিজের দুর্বল স্বভাব সংস্কারের বশীভূত হয় না । যখন 'স্বভাব' শব্দ সামনে আসে ....স্বভাব অর্থাৎ 'স্ব' প্রতি এবং সকলের প্রতি আত্মিক ভাব, এই শ্রেষ্ঠ অর্থে স্থিত হও আর যখন 'সংস্কার' শব্দ আসবে, তখন নিজের অনাদি এবং আদি সংস্কারকে যদি স্মৃতিতে আনতে পারো তাহলেই সমর্থ হতে পারবে । পরবশ স্থিতি সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- বরদানের শক্তি জমা করে নাও তাহলেই পরিস্থিতি রূপী আগুনও জলে পরিণত হবে ।

মাতেশ্বরীজীর মহাবাক্য :-

১) 'ওম্ রটো' অর্থাৎ ওম্ জপ, যেই সময় আমরা 'ওম্' শব্দ উচ্চরণ করি, কেবলমাত্র 'ওম্' বললেই জীবনে কোনো লাভ হয় না । বরঞ্চ 'ওম্' শব্দের অর্থ স্বরূপে স্থিত হওয়া, এই 'ওম্' এর অর্থ জানতে পারলেই মানুষ সেই শান্তি প্রাপ্ত করতে পারে । এখন মানুষ তো অবশ্যই চায় যে আমি যেন শান্তি পাই । সেই শান্তি স্থাপনের জন্য অনেক সম্মেলন করে, কিন্তু এর রেজাল্ট এমন আসছে যা আরো দুঃখ আর অশান্তির কারণ হয়ে যাচ্ছে কেননা মুখ্য কারণ হচ্ছে যতক্ষণ না মনুষ্য আত্মা তাদের পাঁচ বিকার নাশ করছে ততক্ষণ এই দুনিয়ায় কখনোই শান্তি স্থাপন হবে না । তাই সর্বপ্রথম মানুষকে নিজের পাঁচ বিকারকে বশ করতে হবে আর নিজের আত্মার ডোর পরমাত্মার সঙ্গে জুড়তে হবে তখনই এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হবে । তাই মানুষ যেন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে যে, আমি কি আমার পাঁচ বিকারকে বশ করতে পেরেছি ? এই বিকারকে জয় করার প্রচেষ্টা করেছি কি ? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমরা এই পাঁচ বিকারকে কিভাবে বশ করবো তখন তাদের এই উপায় বলা হয় যে প্রথমে জ্ঞান আর যোগের সুগন্ধ ছড়াও আর তার সাথে পরমপিতা পরমাত্মার মহাবাক্য হলো -- আমার সাথে বুদ্ধির যোগ জুড়ে আমার শক্তি নিয়ে আমি সর্বশক্তিমান প্রভুর স্মরণ করলেই বিকার দূর হতে থাকবে । এখন এই সাধনারই প্রয়োজন, যা স্বয়ং পরমাত্মা এসেই আমাদের শেখান ।

"পরমাত্মা কিভাবে সদ্গতি করবেন .....তাঁর গতি - মতি তিনিই জানেন"

তোমার গতি - মতি তুমিই জানো .....এখন এই মহিমা কার স্মরণে গাওয়া হয় ? কেননা পরমাত্মার সদ্গতি করার যে মত, তা তিনিই জানেন । মানুষ কিন্তু তা জানতে পারে না, মানুষের কেবল এই ইচ্ছা থাকে যে আমার সর্বদার জন্য সুখ চাই, কিন্তু সেই সুখ কিভাবে মিলবে ? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাঁচ বিকারকে ভস্ম করে কর্মকে অকর্ম না বানাতে পারছে, ততক্ষণ সেই সুখ পাবে না কারণ কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের গতি খুবই গভীর যা একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া আর কোনো মনুষ্য আত্মা সেই গতিকে জানতে পারে না । এখন যতক্ষণ না পরমাত্মা সেই গতি না শোনাচ্ছেন ততক্ষণ মানুষ জীবনমুক্তি পেতে পারবে না তাই মানুষ বলে থাকে .....তোমার গতি - মতি তুমিই জানো । এদের সদ্গতি করার মত পরমাত্মার কাছেই আছে । কেমনভাবে কর্মকে অকর্ম করতে হবে, এই শিক্ষা দেওয়া পরমাত্মার কাজ । বাকি মানুষের তো এই জ্ঞান নেই, সেই কারণে তারা উল্টো কাজ করতে থাকে, এখন মানুষের প্রথম কর্তব্য হলো নিজের কর্মকে সঠিক করা, তখনই মানুষ জীবনের সম্পূর্ণ লাভ আর আনন্দ নিতে পারবে । আচ্ছা ।